ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে

করণিক

॥ পরিবেশক ॥

। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি-৯

প্রকাশক—
শ্রীনীহার বিন্দু চৌধুরী
সাম্প্রতিক প্রকাশনী
পোষ্ট বক্স—১৬২২৬ কলিঃ-২৯
গাঙ্গুলী বাগান গভঃ কোয়ার্টার
ব্লক নং ১০, ফ্ল্যাট নং এস্—৮
কলিকাতা-৩২

দাম ঃঃ এক শত নয়া পয়সা ॥

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ সাল

মুদ্রাকর—
শ্রীমাখন ভৌমিক
বাঘাযতীন প্রেস
বাঘাযতীন বাজার
কলিকাতা-৩২

॥ উৎসর্গ ॥

যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায়

প্রথম নাটক রচনা করি

তাঁরই হাতে—

॥ লেখক কর্তৃক সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত ॥

বর্ণলিপি—মাখন ভৌমিক

নাট্যকারের কথা

ভূমিকা লেখার প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে আমার নাটক সম্বন্ধে কিছু লিখছি। সাহিত্য ও নাটক সমাজ দর্পন। সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অপূর্ণ, তবুও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ হিসাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। অভিনয় ও পাঠের দ্বারা সংবেদনশীল মানুষের মনে যদি সমাজ চিন্তা আসে তবেই হবে আমার লেখার সার্থকতা।

নাটিকাটি প্রকাশনের ব্যাপারে শ্রীমাখন ভৌমিক যে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন তা' ভুলবার নয়। এছাড়া যে সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিভিন্ন সময়ে এই নাটকে প্রাণ সঞ্চার করেছেন; বিশেষ করে বাঘাযতীন কেন্দ্রীয় ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগ; তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

করণিক

প্রকাশকের কথা

পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশন উপলক্ষ্যে প্রকাশকের বক্তব্য পেশ করা একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্রকাশিত পুস্তকের গুণাগুন নির্দ্ধারণের ভার প্রকাশকেরও নয়, লেখকেরও নয়। সুধী পাঠকবৃন্দের সহৃদয় গ্রহণ ক্ষমতা ও বিচারের উপরই লেখক-প্রকাশকের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

নাট্যজগতে করণিকের আবির্ভাব নতুন হলেও তাঁর নাটক-গুলো মঞ্চে রূপায়িত হবার সময়ে নাট্য রসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাই এ নাটক প্রকাশে আমাদের সাহসী ও উৎসাহিত করেছে।

নাটক সাধারণতঃ রচিত হয় মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিত ছায়া অবলম্বনে। সমাজ ও যুগ-মানসের বিভিন্ন সমস্যা নাট্য-সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। স্থান-কাল, পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচিত হয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। "ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে" নাটিকাটি লেখকের নাট্য-সাহিত্যে প্রথম প্রকাশের অভিজ্ঞান স্বরূপ। আজকের দিনে নব-নাট্য আন্দোলনের প্রগতির ক্ষেত্রে নবজাতক "করণিকের" স্থান নির্দ্দেশ করবে নাট্যামোদী জনগণ।

তাঁর বলিষ্ঠ প্রথম পদক্ষেপ আজকের সমাজ জীবনের উপর যে আলোকপাত করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়—একথা বললে বোধহয় অবিনয়ের অপরাধ বলে গণ্য হবেনা।

আশাকরি বাংলার বিদগ্ধ শিল্পী সমাজ সাম্প্রতিক প্রকাশনীর অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মত এ পুস্তককেও সাদরে বরণ করবেন।

ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে

[কৃষ্ণা গ্লাস আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায়
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত]

—ঃ কলা-কুশলীবৃন্দ ঃ—

হরিপদ	...	শান্তি চক্রবর্ত্তী
মিঃ মুখার্জী	...	করুণা কুমার চ্যাটার্জী
মিঃ চ্যাটার্জী	...	অজিত মুখার্জী
শেঠজী	...	ধীরেন দে
তরুণ	...	অরুণ বিশ্বাস
বরুণ	...	রাজকুমার দাস পরে— জ্যোতির্ময় দাস
অশোক	...	শিবনাথ চক্রবর্ত্তী
অসীম	...	রবীন দেবরায় পরে— হৃষিকেশ দেব
দোকানদার	...	জিতেন ধর পরে সুবোধ চন্দ
ভিখারী	...	সুধীর দাস
পকেটমার	...	মিন্টু ভৌমিক পরে— কমল দত্ত
পুলিশ	...	খগেন গোস্বামী পরে— প্রাণতোষ ভট্টাচার্য্য
মাণিক	...	মাঃ জগন্নাথ বসু
ইন্দ্রানী	...	মণিকা মুখার্জী পরে— তন্দ্রা রায়

ঃ পরিচালনা ঃ

জ্যোতির্ময় দাস

সংগীত ঃ— সুশীল চৌধুরী স্মারক ঃ—প্রতুল বিশ্বাস

মঞ্চ ঃ—থিয়েটার সেন্টার

৫ম একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগীতা—১৯৫২

॥ ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে ॥

[পর্দ্দা উঠলে দেখা যাবে কল্‌কাতা সহরেরই কোন এক রাজপথ। পাশ দিয়ে ছোট গলি বেরিয়ে গেছে। মোড়ের উপর একটা লাইট পোষ্ট, রোয়াক, গুলতানি ক্লাবের সাইনবোর্ড ঝুলছে। দেয়ালে পান বিড়ির দোকান। বড় রাস্তার উপর একটা গাছ। পাশেই একটা ডাষ্টবিন। লেখা আছে—" ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে "। মোড়ের প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে আজ উৎসব চল্‌ছে। হৈ চৈ গণ্ডোগোল শোনা যায়। ডাষ্টবিনের কাছে গাছতলায় ইন্দ্রানী, মানিক ও হরিপদ। হরিপদ চট্ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে—অসুস্থ। মানিক ক্ষিধের জ্বালায় কান্না কর্‌ছে। রাস্তায় ২।৪ জন লোক যাতায়াত কর্‌ছে। ছোট একটা ছেলে বেলুন নিয়ে তার মায়ের সাথে প্রবেশ করে। মানিক আগ্রহ ভরে বেলুনটির দিকে তাকিয়ে থাকে ক্ষুধা ভুলে যায়, ছেলেটির হাত থেকে বেলুনটি পড়ে যায় মানিক এগিয়ে আসে—ছেলেটি দৌড়ে বেলুনটি কেড়ে নিয়ে চলে যায়—মানিক আবার ক্ষুধার জ্বালায় কান্না আরম্ভ করে]

মানিক : হুঃ হুঃ—মা—আ—আ—ক্ষিধে পেয়েছে — এ—এ খেতে দাও—ও—মা—মা।

ইন্দ্রানী : না-বাবা—মানিক আমার কাঁদে না (একবার সেই বাড়ীর দিকে এবং হরিপদর দিকে তাকায় মানিক

কেঁদেই চলে) ওগো শুনছ, ওঠনা, ছেলেটা যে ক্ষিধের জ্বালায় মরবে।

[হরিপদ পাশ ফিরে শোয়, ইন্দ্রানী ধাক্কা দেয়]

ইন্দ্রানী : **ওগো শুনছ, ওঠো।**

[এইবার হরিপদ "এঁ্যা" বলে ওঠে]

হরিপদ : কি হয়েছে—কি বললে ?

ইন্দ্রানী : ছেলেটা যে আর ক্ষুধা সহ্য করতে পারছে না, আজ দু' দিন ধরে ঐ কলের জল ছাড়া ওর মুখে কিছুই তুলে দিতে পারিনি। ও বাঁচবে কি করে ?

হরিপদ : হঁ্যা, দুইদিন যাবৎ ছেলেটার মুখে কিছু দিতে পারিনি—না ! (স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকায় এবং ডাষ্টবিন ও উৎসবের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল) দিবে কি করে ? আমাদের ছেলে, তার আবার ক্ষুধা-খাবার। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঐ ডাষ্টবিনে এক্ষনি হয়ত ঐ বাড়ী থেকে এঁটো ফেলবে—তারপর খাবে।

ইন্দ্রানী : এ তুমি পাগলের মত কি বলছ ? ডাষ্টবিনের এঁটো খাবে আমার মানিক ! না—না, তুমি যাও—কোথাও থেকে কিছু জোগাড় করে নিয়ে এস।

হরিপদ : ইন্দ্রানী ! (শুষ্ক হাসি হাসিল) ও কিসের আওয়াজ—সানাই বাজছে না ? বিয়ে হচ্ছে না ? (চিন্তিত মনে) হঁ্যা, আমাদেরও বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর আগে—না ? আজকে কত তারিখ ইন্দ্রানী ?

ইন্দ্রানী ঃ আজকে ২৩শে ফাল্গুন।

হরিপদ ঃ ২৩শে ফাল্গুন—২৩শে ফাল্গুন, তুমি ঠিক জান ইন্দ্রানী—ঠিক জান ?

ইন্দ্রানী ঃ হ্যাঁ।

হরিপদ ঃ কত আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছিলাম কিন্তু কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।

ইন্দ্রানী ঃ সবই কপাল। ভাগ্যে যা লেখা আছে তাতো হবেই।

হরিপদ ঃ ভাগ্য – আর কপাল। আমরা শুধু মন্দ ভাগ্য আর মন্দ কপাল নিয়েই জন্মেছি না ?

ইন্দ্রানী ঃ তুমি কাদের কথা বলছ ?

হরিপদ ঃ ঐ যে, যারা তোমার আমার মত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়, তাদের কথা।

ইন্দ্রানী ঃ তারা যে বড়লোক।

হরিপদ ঃ বড়লোক। তাইতো তারা শাসনের নামে শোষন, রক্ষক হয়েও ভক্ষকের কাজ করতে আটকায় না। বিনা দোষে ২ মাসের জেল হয়ে গেল, যাওয়ার সময় তোমাদের একবার দেখেও যেতে পারিনি। জেলে বসে ভাবতাম হয়তো তোমাদের আর দেখা পাব না।

ইন্দ্রানী ঃ না-না ওকথা বলো না – এই ক'টা মাস যে কিভাবে কেটেছে তা একমাত্র আমিই জানি। তুমি চলে যাবার পর দু'মাস বাদে বস্তীর মালিক ভাড়ার দায়ে

বাড়ী থেকে বের করে দিল। আর সেদিন যদি সত্যি ঐ বুড়ি মাসি দয়া করে একটু ঠাই না দিতেন, তবে আজ কোথায় যে ভেসে যেতাম তার কোন ঠিক ছিল না।

হরিপদ : ভেসে তো আমরা চলেছিই, ইন্দ্রানী। ঘরের বাঁধনে তো আমরা বাঁধা নেই। তবু এই সান্ত্বনা, ভেসে গেলেও এখনও আমরা আলদা হয়ে হারিয়ে যাইনি।

মানিক : মা—মা—মা, বড্ড যে ক্ষিধে পেয়েছে।

ইন্দ্রানী : ওগো যাওনা—একবার ঘুরে এসে দেখ, যদি কিছু পাও। কতদিন হ'ল রাস্তায় বেরিয়েছি—তবু না মিলল একটা আস্তানা—না মিলল দু'বেলা খাবার মত ভাত।

হরিপদ : ইন্দ্রানী, আমাদের না আছে পয়সা, না আছে কড়ি, ছিল গায়ে খাটবার শক্তি। কাজ করে খাব বললে এখন কেউ বিশ্বাস করে না। দেখলে না—জেল থেকে বেরিয়ে আজ তিন দিন ধরে কত জায়গায় কাজের চেষ্টা করলাম, সবাই বলল—"জেল ফেরৎ আসামী—চোর—কাজ দিয়ে সর্ব্বনাশ করব।" কেউ একবার বিচার করলে না, সত্যি আমি দোষী কিনা। চোর বলে ওরা আমায় তাড়িয়ে দিল।

ইন্দ্রানী : তা কি করবে, না খেয়ে খেয়ে ছেলেটা তোমার চোখের সামনে মরবে আর তুমি বাপ হয়ে বসে বসে দেখবে। ওগো—যাও একবার।

[ইত্যবসরে একটা পকেটমার গোছের লোক পানের দোকানে এসে একটা " চারমিনার " সিগারেট কিনল এবং ধরাল। ইন্দ্রানী ও হরিপদর কথা হচ্ছিল। ইন্দ্রানীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি রেখে নজর করছিল। হঠাৎ লোকটাকে চঞ্চল মনে হল। বোধ হয় শীকারের সন্ধান পেয়েছে]

হরিপদ : চোর······হ্যাঁ-হ্যাঁ—তাই যাব। চুরিই করব। মিথ্যা চুরির অপবাদ না বয়ে বেরিয়ে সত্যিকারের চুরি করব।

ইন্দ্রানী : ওগো, না—না—একি তুমি আবোল তাবোল বকছ।

হরিপদ : না—আমি ঠিকই বলছি। আজকাল কে না চুরি করছে। তোমার এই রাজা, প্রজা, চাকুরে, ব্যবসায়ী সকলেই চুরি করছে।

ইন্দ্রানী : না—না তারা যে বাবু লোক। লেখা-পড়া জানা শিক্ষিত বাবু। তাদের সাথে আমাদের তুলনা। না—না তোমাকে চুরি করতে হবে না। চুরি করা পাপ, অধর্ম।

হরিপদ : এখনও তুমি ধর্ম, অধর্ম, পাপ-পুণ্য বিচার করছ ইন্দ্রানী ? ছেলে তোমার তিন দিন উপবাসী, নিজের পেটে আজ ক'দিন কিছু পড়েনি, তবু তুমি পাপ বলছ।

[মানিক—মা-মা, ও-ও ক্ষিধে পেয়েছে বলে কাঁদতে থাকে]

ইন্দ্রানী : তা হোক—তুমি যাও। না হয় আমি আবার আগের মত ভিক্ষে করব। তুমি যতদিন ছিলেনা আমি ভিক্ষে

নয়

করে যেমন মানিককে খাইয়েছি, এখন তেমনিই খাওয়াব।

হরিপদ ঃ ভিক্ষে কেউ দেয় না ইন্দ্রানী—ভিক্ষে কেউ দেয় না। কিন্তু বাপ হয়ে যে সন্তানের মুখে শুধু দু' মুঠো ভাত তুলে দিতে পারে না—বসে বসে কান্না শুনতে হয়—তার যে কি যন্ত্রণা ইন্দ্রানী—তা তুমি বুঝবে না।

[ইত্যবসরে পকেটমার লোকটি এগিয়ে আসে, ইন্দ্রানী ওর কাছে ভিক্ষে চায়। হরিপদ কি ভাবতে ভাবতে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।]

ইন্দ্রানী ঃ রাজাবাবু—দয়া করে কিছু ভিক্ষে দিন। আজ কতদিন··· ··· ···।

[বাধা দিয়ে]

পঃ মার ঃ আঃ, যাত্রাটাই মাটি করে দিলে। মক্কেলটা বোধহয় হাতছাড়া হয়ে যাবে। পকেটটা বেশ ভারী মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রানী ঃ রাজাবাবু ছেলেটা আজ দুদিন ধরে উপবাসী, কিছু খায়নি। দয়া করে কিছু দিন।

[লোকটি এবার ফিরে তাকায়]

পঃ মার ঃ আরে বিবিজান, আজকাল আর রাজা নেই। মন্ত্রী—মন্ত্রী বাবুর যুগ। লোককে ধাপ্পা দিয়ে বড় বড় গরম বুলি ২।৪টা আওড়ে ইলেক্‌শনে দাড়াও—আমাদের মত লোককে হাত কর, ব্যাস আর কি? তারপর? তারপর আর আমাদের কথা মনে থাকে

না। বলে পকেটমার। আরে, আমরা কাটি পেটের দায়ে—আর ওনারা কাটেন প্রেসটিস বাঁচানর জন্যে, আমরা পকেট কেটে খাই—আর ওনারা খাচ্ছেন, দেশটাকে তিল তিল করে কেটে। কে কার খবর রাখে। ইস্, মক্কেলটা তো এই দিকেই আস্‌ছে—হ্যাঁ,—না বাঁদিকে ঘুরল, আচ্ছা দেখি। (প্রস্থান)

[ইন্দ্রানী হতাশভাবে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে মানিক কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে।]

ইন্দ্রানী: ওগো যাওনা (ধাক্কা দিয়ে) ছেলেটা যে মরবে।

হরিপদ: মরবে ইন্দ্রানী—মরবে। তুমি মরবে—মানিক মরবে। আমি মরব—আমরা সবাই মরব। তারপর পরের দিন হয়তো খবরের কাগজে ছবিও ছাপা হবে। সংবাদ প্রকাশ হবে কোন কারণে বা কোন অসুখে মারা গেছে—কেউ জানবে না যে, এক মুঠো ভাতের জন্য মানিক আমার না খেয়ে মারা গেছে—তারি শোকে খেতে না পেয়ে মারা গেছে আরও দুটি প্রাণী।

ইন্দ্রানী: যাও, মানিক আমার ঘুমিয়ে পড়েছে—যাও।

হরিপদ: ঘুমিয়েছে, চিরনিদ্রায় ঘুমোক।

ইন্দ্রানী: কি বলছো তুমি?

হরিপদ: না, কিছু না, আমি যাই। (প্রস্থান)

[ইন্দ্রানী মানিকের গায়ে স্নেহপূর্ণ হাত বুলাইতে থাকে মিঃ মুখার্জি ও মিঃ চ্যাটার্জির প্রবেশ]

মিঃ চ্যা: দেখুন মিঃ মুখার্জ্জী, আজকাল দেশটা যেন কেমন হয়ে

গেছে। রাস্তা--ঘাটে, অফিস--আদালতে, যেখানেই যান—যেন স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ।

মিঃ মুঃ ঃ তা যা বলেছেন। (দোকানের কাছে এগিয়ে যায়) এইতো—আমার স্ত্রী যা বলবে, ঠিক তাই করবে—তবে ছাড়বে। যদি বাধা দেওয়া হয়, তা হ'লেই স্ট্রাইক, ইনক্লাব-জিন্দাবাদ সুরু করে দেবে। (হাসি)

[সিগেরেট কিনে—দশ টাকার নোট দেয়—দোকানীর কাছে খুচরো থাকে না দোকানী অপেক্ষা করতে বলে]

দোকানী ঃ একটু দাঁড়ান বাবু, আমি খুচরো এনে দিচ্ছি।

মিঃ চ্যাঃ ঃ আর আজকাল তো কথায় কথায় ইনক্লাব-জিন্দাবাদ। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, কল-কারখানা সর্ব্বত্রই।

মিঃ মুঃ ঃ তা যা বলেছেন।

ইন্দ্রানী ঃ রাজাবাবু এই গরীবকে দয়া করে কিছু সাহায্য দিন।

মিঃ মুঃ ঃ সাহায্য—কিসের সাহায্য—দেখুন মিঃ চ্যাটার্জ্জী আমি এই সাহায্য জিনিষটা পছন্দ করি না, খেটে খাও, কাজ কর।

ইন্দ্রানী ঃ দিন না বাবু। আজ দু'দিন ধরে ছেলেটা কিছুই খায়নি।

মিঃ মুঃ ঃ ছেলে! বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জী, এই এদের না আছে ঘর, না আছে বাড়ী, স্বামী আছে কি নেই, কিন্তু ছেলে ঠিকই আছে।

[ইন্দ্রানী লজ্জা ও ক্ষোভে নিজের ঠোঁঠ নিজে কামড়ায়, চোখ জলে ভরাক্রান্ত হয়ে আসে]

মিঃ চ্যাঃ : তাতো হবেই। মানে প্রফেশনাল,টেক্‌টিস্—
এইনে।

[একটা পাঁচ নয়া পয়সা এগিয়ে দেয়]

মিঃ চ্যাঃ : কিরে তুই হরিপদর বৌ না ?

মিঃ মুঃ : চেনেন নাকি ?

মিঃ চ্যাঃ : এ্যাঃ—হ্যাঁঃ—চিনি আর······

মিঃ মুঃ : আর কি ? তাছাড়া হঠাৎ আপনাকে যেন কেমন মনে হচ্ছে।

[দোকানী প্রবেশ করে চেঞ্জ নিযে ও মিঃ মুখার্জীকে দেয়]

মিঃ চ্যাঃ না—না—না—, আর ভাবছি এদের এই জীবনের জন্য বোধ হয় আমিই দায়ী।

মিঃ মুঃ : তার মানে ? আপনি ?

মিঃ চ্যাঃ হ্যাঁ, মানে আমারই বাড়ীতে হরিপদ চাকরী করত। বড় বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু একদিন আমার রিষ্ট ওয়াচটা চুরি যায়, বাড়ীর সবাই সন্দেহ করে হরিপদকে আমিও শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই থানায় ডাইরী করি। জেলও হয়ে যায়।

মিঃ মুঃ : বেশতো। তাতো ভালই হয়েছে, চোরের শাস্তি হয়েছে।

তের

মিঃ চ্যাঃ : সত্যিকারের চোরের শাস্তি হলে কোন দুঃখ ছিল না, মিঃ মুখার্জী।

মিঃ মুঃ : তার মানে ?

মিঃ চ্যাঃ : পরে ঘড়িটা পেয়েছিলাম।

মিঃ মুঃ : পেয়েছিলেন ? কার কাছে ?

মিঃ চ্যাঃ : সেকথা বলতেও আমার লজ্জা করছে। আমার একমাত্র পুত্র সেটাকে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে নেশা করেছে।

মিঃ মুঃ : থাকগে চলুন সবই লাক্। অল ডিপেণ্ডস্ অন লাক্। চলুন। (প্রস্থান)

[তরুণ ও বরুণ উত্তেজিতভাবে পূর্বের কোন কথার সূত্র ধরে প্রবেশ করে]

বরুণ : আরে যা-যা এবার মোহনবাগান যদি না জেতে তো একটানে নাক ছিঁড়ে ফেলবো না ?

তরুণ : তোর আবার নাক আছে নাকিরে---য়্যাঁ ? গতবার মোহনবাগান যখন হারলো তখনই তো নাক কাটার কথা।

বরুণ : আরে যা--যা--পাস্ট ইজ পাস্ট, তবে হ্যাঁ এবার মোহন বাগানের পোজিসন্ দেখেছিস।

[দুজনে রোয়াকে বসে]

তরুণ : বাদ দে তোর মোহনবাগান। ফাস্ট রাউণ্ডে বালী প্রতিভা, সেকেণ্ড রাউণ্ডে মহামেডান স্পোর্টিং, থার্ড রাউণ্ডে হায়দ্রাবাদ পুলিস, কোয়ার্টার ফাইন্যালে

হবে গিয়ে ধর এয়ার ফোর্স—তারপর সেমি ফাইন্যাল জিতে ফাইন্যালে দেখা হচ্ছে ইষ্টবেঙ্গলের সাথে। এতগুলো কড়া টিমকে হারিয়ে তবে তো জিতবে।

বরুণ : আরে লীগের রেজাল্ট দেখলি না। একেবারে স্ট্যাটা-স্ট্যাট টপে উঠে গেল। কেউ রুখতে পারল? হিম্মত হোল কারও?

তরুণ : কিন্তু চাঁদ সেই ইষ্টবেঙ্গলের কাছেই তো শেষ পর্য্যন্ত হার মানতে হোল।

বরুণ : এর মধ্যেও পলিটিকস্ আছে।

তরুণ : খেলার মধ্যে আবার পলিটিকস্ কোথায় রে?

বরুণ : আছে আছে ওসব বুঝবিনা। নে সিগারেট ধরা।

তরুণ : জানিস তো আমি সিগারেট খাইনা।

বরুণ : আজকাল সব জায়গায় পলিটিকস্। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কল-কারখানা, সিনেমা, খেলার মাঠ মায় সংসারের মধ্যে পর্য্যন্ত পলিটিকস্ চলছে।

তরুণ : সংসারে পলিটিকস্ বলছিস কি তুই?

বরুণ : ঠিকই বলছি। এই আমার কথাই ধরনা। আমাদের সংসার দাদাই চালায় জানিস তো? কালকে খেতে বসে মা দাদাকে বলেন—খোকন, দিনকে দিন তোর চেহারা একি হচ্ছে বলতো! দাদা তার উত্তরে কি বললো জানিস?

তরুণ : কি বললো?

বরুণ ঃ দাদা বলল, এতবড় সংসারে সক্ষম লোক থাকতে যদি শুধু একলা আমাকে খাটতে হয়, তবে স্বাস্থ্য ভাল হবে কি করে ? সক্ষম বেকার মানুষটি কে বুঝলিতো ? তাই বলছি সব জায়গায় পলিটিকস্।

ইন্দ্রানী ঃ বাবু আজ ২ দিন ধরে ছেলেটা কিছু খায়নি ? দয়া করে দুটো পয়সা দিন, ভগবান আপনাব মঙ্গল করবেন।

বরুণ ঃ দেখলিতো—এখানেও পলিটিকস্—ভিক্ষে চাইছেতো সোজা ভাবে নয়। আবার লোভ দেখাচ্ছে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। কথাব মাবপ্যাচ। নে বাবা নে, আর বিরক্ত করিস না।

[পযসা বেব কবে দেয]

তরুণ ঃ তুই-ও তো তাহলে পলিটিকসে ধরা দিলি।

বরুণ ঃ না দিয়ে উপায় কি বল ? তা ছাড়া যে যার প্রয়োজনে নিজের তাগিদে পলিটিকস্ করছে। ছাত্র পলিটিকস্ করছে বেতন কমানোর জন্য, শিক্ষক করছে বেতন বাড়াবার জন্য, শ্রমিক করছে তার মজুরী বৃদ্ধির জন্য, মালিক করছে তার বেশী মুনাফার জন্য, আর আমি করছি শুধু একটা চাকরীর জন্য। দুনিয়াটাই ভাই পলিটিকসের রাজত্ব।

[এক ভদ্রলোক প্রবেশ করে কাধে ক্যামেরা]

ভদ্র ঃ আচ্ছা ভাই, আরপুলি লেনটা কোথায় ?

তরুণ : আরপুলি

ভদ্র : হ্যাঁ।

তরুণ : ঐ ওদিক দিয়ে গিয়ে ডানদিকে যাবেন। তারপর বামদিকের প্রথম গলির দ্বিতীয়টা।

ভদ্র : ধন্যবাদ—নমস্কার (প্রস্থান)

বরুণ : তুই ভদ্রলোককে ভুল পথ বলে দিলি কেন ?

তরুণ : আরে ভাই হুনিয়াটাই হোল ভুলের। যে যত ভুল আর মিথ্যা বলতে পারবে, তার তত নাম তত সম্মান।

বরুণ : সে তো হোল। কিন্তু ভদ্রলোক যদি ফিরে এসে আবার জিজ্ঞাসা করে ?

তরুণ : ভদ্রলোক যদি একান্তই ফিরে আসে, তবে বলব স্যরী। তুই যতই অন্যায় আর ভুল করিস্ না কেন শুধু স্যরী বলবি বিলকুল ও, কে। আরে রথী মহারথীরা পর্য্যন্ত যা তা জঘন্ন ব্যাপার করে " স্যরী " বলে বহাল তবিয়তে থাকেন, আমি তো কোন ছাড়। নে চল।

বরুণ : কিন্তু এভাবে লোকের সাথে ধাপ্পাবাজী খেলার কোন অর্থই হয় না। লোকের কাছে খেলো হতে হয়।

তরুণ : ধাপ্পাবাজীর তা হলে এখনও কিছু দেখিস্‌নি। খবরের কাগজ খুলে বড় বড় হরফে ছাপা দেখবি স্টেটিসটিকস্ এর বাহার। দেশের উৎপাদন শতকরা অতভাগ বেড়েছে, দেশের খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, শ্রমের মূল্য

সতের

বেড়েছে, জাতীয় আয় বেড়েছে, কিন্তু আসলে কি হচ্ছে জানিস্ ?

বরুণ : কী ?

তরুণ : স্রেফ না খেয়ে লোক রাস্তায় মরছে। শ্রমিকের অবস্থা আরও খাবাপ। তবে হ্যাঁ, উৎপাদন বেড়েছে, আগের তুলনায় দেশের মোটর গাড়ীর সংখ্যা নাকি এখন দ্বিগুণ। তবে তোর আমার একটাও গাড়ী হয়নি। আমরা যেই সেই। "হাফসোল ক্ষয়িতং পদতল ব্যাথিতং"—গাড়ী কাদের হয়েছে জানিস ? যাদের হুটো ছিল, আজ তাদের পাঁচটা হয়েছে।

বরুণ : তা যা বলেছিস। তবু তো পাবলিসিটি হচ্ছে দেশেব জাতীয় আয় বেড়েছে।

তরুণ : তা হলে কবিগুরুর ভাষায় বলতে হচ্ছে—"দেহের সমস্ত রক্ত যদি মুখেই সঞ্চারিত হয়, তবে তাহাকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় না"—ঠিক তেমনি দেশের সমস্ত ধন সম্পদ যদি মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের কুক্ষিগত হয়, তবে তাকেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি বলা যায় না।

বরুণ : তোর কথাগুলি সত্যিই হেয়ালী ভরা।

তরুণ : তা বটে, নে—চল, ওই সেই ভদ্রলোক আবার ফিরে আসছেন। চল কেটে পড়ি। (প্রস্থান)

[ইত্যবসরে পেছনের বাড়ী থেকে একটি যুবক সিগারেটের দোকানের কাছে এগিয়ে আসে। পূর্ব বর্ণিত ভদ্রলোক বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে প্রবেশ করে]

অশোক : আরে অসীম, তুই এত দেরী করলি কেন বলতো—, মামা কখন থেকে তোর কথা বলছিল—তুই আসবি একটা ছবি তুলবি-তা না। তোর আসার কথা সেই বেলা এগারটায়—আর এখন দেখতো কটা বাজে ?

অসীম : বাড়ীটা কোথায় ?

অশোক : কেন -ঐতো পেছনের বাড়ীটা—আর গলিটাই তো আরপুলি লেন।

অসীম : কিন্তু এখানে যে দুটি ছেলে ছিল, তারা যে বলল ঐদিকে, তাই আমি ঘুরে ঘুরে শেষ।

অশোক : ওঃ—তুই তবে গুলতানি আসরের ছেলেদের পাল্লায় পড়েছিলি ? চল্ ভেতরে চল।

অসীম : চল্। (এগিয়ে যায়)

অশোক : আচ্ছা, একটু দাঁড়া—একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের আসার কথা আছে।

অসীম : আচ্ছা অশোক, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

অশোক : কি কথা ?

অসীম : শুনেছিলাম তোর মামার কোন ছেলেপেলে নেই। মামার অবর্তমানে তুই সম্পত্তির মালিক। তবে "ডালিয়া" তোর মামার মেয়ে—তার বিয়ে, ব্যাপারটা কেমন গণ্ডোগোলে ঠেকছে।

অশোক : সে এক মজার ব্যাপার, ভেতরে গেলেই দেখতে পাবি। ঐযে শেঠজী এসে গেছেন। ওকেও সাথে করে নিয়ে যাই।

অসীম ঃ শেঠজী কে ?

অশোক ঃ বারে যুদ্ধের বাজারে যে মামার বিজিনেস্ পার্টনার ছিল, মামার যে এত সম্পত্তি তার মূলেই হ'লগে শেঠজীর বুদ্ধি।

অসীম ঃ তা বিজনেস্ পার্টনার না বলে বরং ব্ল্যাক-মার্কেটিংএর পার্টনার বল।

অশোক ঃ শুধু কি তাই এখন আবার এডভাইজার। মামা হয়তো কোন একটা কাজে নামতে ভয় পান—কিন্তু শেঠজী ঠিক তাকে সেই কাজে নামাবে। লাভও করিয়ে দেয় একেবারে ডাবল।

অসীম ঃ তোদের মত লোককে গুলী করা উচিত।

অশোক ঃ ওরে বাবা ! আমাকে নয়, মামাকে। ঐযে শেঠজী এসে গেছেন (একটু এগিয়ে গিয়ে) আসুন আসুন শেঠজী, এত দেরী করলেন যে।

শেঠজী ঃ হঁ্যা—একটু দেরী হইল। লেকিন—অশোকবাবু—হামকো একটো বাত্ সমঝমে নেই আতা হ্যায়।

অশোক ঃ কোন বাত শেঠজী ?

শেঠজী ঃ এই যে সেনবাবু—চিঠ্ঠিমে লেখা হায় চৌধুরী বাবুকা লেড়কা সাথ উসকো লড়কীকো সাদী হোগা, আউর এ সাদীকে লিয়ে খানা-পিনা আনন্দভি হোগা। এ কেইছা বাত হ্যায়। হামলোগ তো জানতাথা সেন বাবুকো কোন লড়কী না আছে।

অশোক ঃ ও এই কথা—সে এক মজার ব্যাপার আছে শেঠজী।

শেঠজী : কি মজার ব্যাপার আছে ?

অশোক : সেন বাবুকো কোন লড়কী না আছে, আউর চৌধুরী বাবুকো কোন লেড়কা না আছে। লেকিন ডল পুতুল চিন্‌তা, এইসা বড়িয়া বড়িয়া পুতুল।

শেঠজী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতা হায়। হামার এক লড়কী হ্যায় না— ও লড়কী তো ডল পুত্‌লীছে খেল কর্‌তা।

অশোক : হ্যাঁ, ঐ পুতলা কা সাথ পুতলীকো সাদী হোগা। একঠো হায় সেন বাবুকো, আউর একঠো হায় চৌধুরী বাবুকো। দো বাবুরই তো কোন ছেলে-মেয়ে না আছে—ইস্‌লিয়ে এইসা মাফিক্ সাদী হোতা।

শেঠজী : ও-হো-হো—এইসা বাত ? এতো বহুত মজাকা বাত হায়, আভি চলিয়ে।

অশোক : চল অসীম, চলুন শেঠজী।

শেঠজী : এ কোন্ আছে ?

অশোক : এ আমার বন্ধু আছে—নাম অসীম চক্রবর্তী।

শেঠজী : নোমস্কার, নোমস্কার চলিয়ে।

অসীম : নমস্কার।

[ইত্যবসরে একটি ভিক্ষুকের প্রবেশ। শতছিন্ন মলিন বসন। ক্ষুধায় কাতর]

ভিক্ষুক : আজ ৪ দিন ধরে কিছু খাইনি। দয়া করে কিছু খেতে দিন বাবা।

শেঠজী : ভিখ্ মাংতা কাহে। ব্যাওসা কর। ঘিও বেচো— তেল বেচো। ভিখ্ মাংগনেসে কেয়া ফায়দা হোগা।

আবে, হামলোক যখন কলকাত্তা এলাম, শ্রেফ একটা লোটা আউর একঠো কম্বল লেকে আয়া, লেকিন আজ হামলোক ব্যবসা কবকে কেত্‌না বড়া হুয়া।

অসীম : সে তো ঠিকই শেঠজী—আপনাদেব দেশেব বহু লোকই ঐভাবে এই কলকাতায এসে বড়লোক বনে গেছে।

শেঠজী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, জরুব—কিউ নেহী। আপকো বাংলা মুলুকমে বাঙ্গালী লোক খালি নকবী খুজতা, আবে বাবা নকবীমে কোই আদমী বডলোক হোতা ?

অশোক , এখন চলুন তো, সব এসে বসে আছে।

শেঠজী : হ্যাঁ হ্যাঁ চলিয়ে (প্রস্থান)

[ভিক্ষুকটি ডাষ্টবিনেব চাবপাশে ঘুবে দেখে কিছুই পায না। ওইখানেই বসে পড়ে। এই সময পকেটমাব লোকটি—কতগুলো কাগজ ও টাকা নিযে দেখতে দেখতে প্রবেশ কবে]

পঃ মাব : সব ফুটো বাবু। ভাবলাম বেশ কিছু হবে, তা-না, কতগুলো ফালতু কাগজ। মাত্র ১০৲। (কাগজ দেখতে দেখতে) এযে দেখছি একটা বেসের টিকিট—আব একটা সুপাবিশ পত্র। কি লিখেছে—"দয়া কবে পাবমিটটার ব্যবস্থা করবেন।"

[বিড়িব দোকানের দিকে এগিযে যায—একটা বিড়ি ধরায— আস্তে আস্তে ইন্দ্রানীব দিকে এগিযে আসে। টাকাগুলো বের করে। চোখে লোলুপ দৃষ্টি—ইন্দ্রানী ভয পায। মানিককে জড়িযে ধবে]

ইন্দ্রানী : না-না—টাকা চাইনা, টাকা আমি চাইনা।

[পকেটমার তাচ্ছিল্যেব হাসি হেসে উঠে]

পঃ মারঃ ভয়, সরম, লজ্জা—হাঃ হাঃ হাঃ।

ইন্দ্রানীঃ না-না—টাকা আমি চাইনা, আমার মানিক, আমার সোনা।

[মানিকের ঘুম ভেঙ্গে যায়, ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে পকেটমারের দিকে তাকিয়ে থাকে]

পঃ মারঃ আচ্ছা, দেখা যাবে। (প্রস্থান)

মানিকঃ মা, ও লোকটা কে ?

ইন্দ্রানীঃ না বাবা, কেউ নয়। ও—ও তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছিল।

মানিকঃ না-মা—আমি যাব না, না—আমি যাব না, আমি আর কাঁদব না। তুমি দেখো, আমি আর কোনদিন কাঁদব না।

[অশোক ও অসীম বাড়ী থেকে বাহির হইল]

অসীমঃ সত্যি বলছি তোর মামা বেশ ভাল লোক।

অশোকঃ ভালতো বটেই। ভাল না হয়েই বা যায় কোথায়, বল ? একেতো ছেলে পেলে নেই, তার উপর বিরাট বড়লোক। ব্ল্যাক মার্কেটের পয়সা, অত টাকা দিয়ে কি আর করবেন।

অসীমঃ তুই তো ভবিষ্যতে ঐ সম্পত্তির মালিক।

অশোকঃ হব হয়তো। তবে মামা আজকাল বড্ড ধার্ম্মিক হয়ে উঠছেন। ঘন ঘন আশ্রমে যাতায়াত শুরু করছেন। তাই ভয় হচ্ছে, শেষকালে আবার সব কিছু আশ্রমে না দিয়ে দেয়।

অসীম ঃ বেশ বল্‌লিতো। এদিকে পুতুল মেয়ের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ করছেন, আর সত্যিকারের ভাগ্‌নেকে কি আর কিছুই দেবেন না ?

অশোক ঃ কখন কি মতলব হয়, বলাতো যায় না।

অসীম ঃ এখন থেকে মন যুগিয়ে চলতে থাক। তা হলেই সব ঠিক হবে।

[একটা সিগারেট ধরায়। ইন্দ্রানী মানিককে বুকে জড়িয়ে ছিল দেখে বলে উঠে]

দেখেছিস্ কি বিউটিফুল্ কম্বিনেশন্। দাঁড়া একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। মাষ্টার পিস্ ছবি হবে।

[ক্যামেরা ফোকাশ করে—ভিউ ঠিক আসছে না দেখে—ইন্দ্রানীর কাছে এগিয়ে যায়]

এই শোন্—হ্যাঁ ঠিক, এইভাবে চেয়ে থাকবি। হাঁ ঠিক। আমি ওয়ান, টু, থী্ বলব, ব্যাস ছবি উঠবে।

[ক্যামেরা ঠিক করে]

ওয়ান, টু, থী্; ও,কে, থ্যাঙ্কস্।

[একটা আধুলী বের করে দেয়। ইন্দ্রানী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে]

অশোক ঃ আট আনাই দিয়ে দিলি !

অসীম ঃ হ্যাঁ, যদি এক্‌জিবিশনে ষ্ট্যাণ্ড করে ছবিটা, তবে বেশ মোটা টাকা পাব। তখন এরকম একটা আধুলীর কথা মনেও থাকবে না। আরে অসীম চক্রবর্তী লাভ না দেখলে, একপাও অগ্রসর হয় না। আচ্ছা চলি, গুড-বাই (প্রস্থান)

অশোক : বাই-বাই—(বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়)

['ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটির সুর দূর থেকে ভেসে আসে— হরিপদ একটা পোড়ারুটি নিয়ে প্রবেশ করে। মানিক রুটিটা খেতে থাকে। মিঃ মুখার্জী, শেঠজী ও মিঃ চ্যাটার্জীর প্রবেশ]

মিঃ চ্যাঃ : আঃ ভদ্রলোক বেশ খাওয়ালে, সত্যি—একেই বলে হৃদয়।

শেঠজী : তা যা বলেছেন। সাচ্চা দিল না হলে এইসা মাফিক এক্সপেন্স করতা, পুতলিকা সাদী লিয়ে? আসলি সাদি হনেছে না মালুম্ কেয়া করতা। বহুত যাস্তি খানা-পিনা হুয়া (দোকানের কাছে গিয়ে) এ ভাই, একঠো লিম্বো সোডা দিজিয়ে। জলদি করকে— (চ্যাটার্জী ও মুখার্জীকে) আপলোক খায়েগা কি নেই?

চ্যাটার্জী : না-না, মিঃ মুখার্জীতো কোন কথাই বলছেন না।

মুখার্জী : আপনারাই তো সব বলছেন, আমি আর কি বলব?

শেঠজী : (খেতে খেতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—মিঃ মুকুরজী আপনি একঠো বাতভি না বলছেন।

মুখার্জী : না, না, ভাবছি মিঃ সেনের সত্যি দুঃখ। বিরাট বড়লোক, অথচ সত্যি তার মনে শান্তি নেই, শুধুমাত্র একটি সন্তানের জন্য।

চ্যাটার্জী : তা ঠিক, কিন্তু দেখুন যে খাওয়াতে পড়াতে পারছেনা তার ঘরে ৩।৪টা ছেলে মেয়ে।

মুখার্জী : তাই আজ মিঃ সেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নিচ্ছেন।

শেঠজী : হ্যাঁ, বহুত দুঃখকা বাত। ইস্‌লিয়ে সেন বাবুকা মনমে শান্তি নাহি রতা। (পয়সা দিল)

চ্যাটার্জী : চলুন, আর দেরী করে লাভ নেই।

শেঠজী : হ্যাঁ চালিয়ে (প্রস্থান)

[২য় ভিক্ষুকটি উঠে বাড়ীর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়]

মানিক : মা জল খাবো।

[ইন্দ্রানী একটা ভাঙ্গা হাড়ির থেকে জল দেয়। বাড়ীর ভেতর থেকে ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "বাবা, বাবা, গরীবকে কিছু খেতে দিন। আজ ৪ দিন ধরে কিছু খাইনি। বাবা ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন কিছু খেতে দিন"]

ইন্দ্রানী : ওগো কি ভাবছ ?

হরিপদ : না, ভাবছি যার ক্ষিধে নেই তাকে খাওয়াবার জন্য কত পীড়াপীড়ি। কিন্তু যে ক্ষিধের জ্বালায় মরতে বসেছে, তাকে কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। আজব দুনিয়া, আর আজব তার মানুষ।

[ভিতরে অশোকের গলা শোনা যায়—" বেরো-বেরো, হতভাগা, যতসব ভাগাড়ের কুকুর " ধাক্কা মেরে ভিক্ষুকটিকে বের করে দেয়। শক্ত সবল হাতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ডাষ্টবিনের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ঠিক এমনি সময় উপর থেকে এটো পাতা ডাষ্টবিনের উপর পড়ে, লোকটি ব্যগ্র হয়ে পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে তুলে নেয়—হরিপদ হিংস্রভাবে ভিক্ষুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুজনে পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। দূরে পুলিশের গলা শোনা যায় "'এই কেয়া কর্ত্তা। হল্লা কর্ত্তা কাহে "।

[পুলিশের প্রবেশ]

পুলিশ : কেয়া কর্ত্তা। ইসপর কেয়া লিখা হ্যায় মালুম নেহি ?

[পুলিশ লাঠি দিয়ে একটা গুতো মারে। ভিক্ষুকটি একপাশে দাঁড়িয়ে পাতা চাট্‌তে থাকে। ইন্দ্রানী ও মানিক হরিপদর কাছে আসে। পুলিস আর একটা গুতো দিয়ে]

চল্, চল্, থানামে চল্। কিয়া লিখা হ্যায় মালুম নেহি।

হরিপদ : "ময়লা ছুইলে শাস্তি পাইবে"। (আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে)

[পুলিস লাঠির গুতো দিতে দিতে ভিখারীটিকে নিয়ে যায়। ইন্দ্রানী ও মানিক হরিপদকে অনুসরণ করে। পথের মানুষ হরিপদ পথেই চলতে থাকে]

গান

দিগন্তে ঐ আঁধার নামে
স্বপ্ন মোদের অস্তে যায়।
পথেই মোদের রাত্রি কাটে
মরণ মোদের এই ধূলায়॥
অন্নহারা ক্লান্ত প্রাণ
হৃদয় বীণার রিক্ত তান।
এই দুনিয়া পাশার খেলা
কান্না মোদের সব হারায়॥

রচনা— অশোক দাশগুপ্ত

মধ্যবিত্ত

[রচনাকাল—১লা আগষ্ট ১৯৫৮ সাল হ'তে ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৮]

প্রথম রজনীর পাত্র-পাত্রী

সদানন্দ	...	শ্রী কালী চক্রবর্ত্তী পরে খগেন গোস্বামী
অরুণ	...	„ বেনু দাশগুপ্ত পরে অমল চক্রবর্ত্তী
নীলমণি	...	„ অজিত মুখার্জ্জী
আশুনাথ	...	„ ধীরেন দে
কমল	...	„ অনিল আম্বুলী
রামস্বরূৎ	...	„ দেবদাস চৌধুরী
অলোক	...	„ অরুণ বিশ্বাস
১ম ও ২য়		
ভদ্রলোক	...	„ মিহির দাস ও জ্যোতির্ময় দাস
বাসন্তা	...	„ টুকু দাশগুপ্ত
বিবেক	...	শ্রীমতী ডলি মুখার্জ্জী

সংগীতে	...	অসিত গুহরাজা
আলোক-সম্পাতে	...	শান্তি চক্রবর্ত্তী
স্মারক	...	প্রতুল বিশ্বাস
কর্ম্মাধ্যক্ষ	...	হরিধন চৌধুরী
পরিচালনায়	...	জ্যোতির্ময় দাস

সহযোগিতায় :—শ্রীসত্য মুখার্জ্জী : শ্রীবিশ্বতোষ মুখার্জ্জী
ও শ্রীমানবেন্দ্র সূত্রধর।

বাঘাযতীন কেন্দ্রীয় ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগীতা :: থিয়েটার সেন্টার—১৯৫৮।

[কলিকাতা শহরতলীর কোন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ীর প্রাঙ্গন। সময় সকাল ৬টা। বাসন্তী দেবী দাওয়ার এককোণে কয়লা ভাঙ্গিতে ছিলেন। সদানন্দ বাবু ঘর হইতে বাহির হইলেন]

সদানন্দ : ওগো, শুনছো !

বাসন্তী : (কাজ করিতে করিতে ঘাড় ফিরাইয়া) কিগো ! এত সকালে আবার কোথায় বেরুচ্ছ ?

সদা : বাজারের থলেটা দাও তো—যাই আজ একটু ভাল করে বাজার করে আনি। রোজতো আর বড় একটা হয় না। বুঝলে না, আজ হ'ল গিয়ে মাস-প্রথম। দাও, থলেটা দাও, (বাসন্তী দেবী দাওয়ায় ঝুলান থলেটা দিলে, সদানন্দ বাবু রওনা হইলেন)

বাসন্তী : ও কি ! টাকা না নিয়েই বাজারে চল্‌লে যে ?

সদা : (ঘুরিয়া) তাইতো ! তাইতো ! বড় ভুল হ'য়ে গেছে।

বাসন্তী : ভুলতো তোমার লেগেই আছে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া—একটা জামা করতে বলি, তাও তুমি ভুলে যাও—পায়ের চটিটায় লোহা বেরিয়ে গেছে—তাতেও তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই—সবই তোমার ভুল হয়।

সদা : ভুল ! জান বড় বউ, জামা, জুতো সবই আমার মনে থাকে। ওগুলো পরে যখন অপিসে যাই—সবাই তাকিয়ে থাকে, লজ্জাও করে, কিন্তু কি করব, যখন দেখি ছেলেরা স্কুল কলেজে যাচ্ছে—ছেঁড়া জামা-

জুতো পরে—তখন কি মনে হয় জান! মনে হয় কেরানী হওয়া একটা অভিশাপ। ছেলে মেয়েকে ভাল করে খাওয়াতে পড়াতে পারি না, নিজের স্ত্রীকে একটা পছন্দমত কাপড় কিনে দিতে পারি না—তখন —তখন আমি সব ভুলে যাই। কিছু জেনেও জানি না, (একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া) তার উপর মাসে মাসে দেনা বেড়েই চলেছে। মেয়েকে বিয়ে দিলাম—তোমার হাতে গলায় যা ছিল, তাও গেল। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড গেল, এখনও প্রেমনাথ বাবুর দু'শো টাকা দেনা—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) কি দিয়ে যে কি করব।

বাসন্তা ঃ তোমাকে আমার জন্যে আর ভাব্‌তে হ'বে না। আমি ঠিক আছি।

[বাসন্তী কয়লার পাত্রটা লইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া টাকা লইয়া আসিয়া]

বাসন্তী ঃ হ্যাঁ গা—কালকে তুমি আমাকে কত টাকা দিয়েছিলে ?

সদা ঃ দেখেছো—কথাটা তোমাকে বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ঐযে, গত মাসে সত্যেনবাবুর কাছ থেকে যে পাঁচ টাকা নিয়েছিলাম সেটা শোধ দিয়ে এসেছি। আচ্ছা! আমি চলি—ওদিকে আবার অপিসের বেলা হোয়ে যাবে—কই দাও টাকাটা।

বাসন্তা ঃ (টাকা দিতে দিতে) সত্যি, অলোকের মোটেই জামা নেই—কলেজে যেতে ছেলেটার বড় কষ্ট হয়, আর তোমারও ......

সদা ঃ আমার জন্যে ভেবো না—ওতে আমার আরও একমাস দিব্যি চলে যাবে—তুমি ঐ হাতের কাছটা একটু রিপু করে দিও। অলোকের একটা জামা—আর তোমার একখানা শাড়ী বরং কিনে নাও—তোমারও তো নেই। আমি না হয় আসছে মাসে দেখব খ'ন।

বাসন্তী ঃ তা হোক্—আমার ওতেই চলবে। আবার সামনে পূজোর মাস—মেয়ে জামাইকে কিছু না দিয়েতো আর পারবে না।

সদা ঃ তা হয়ে যাবে খ'ন—দু' মাসের বোনাস্ তো পাচ্ছি।

বাসন্তী ঃ তুমি তো দু' মাসই দেখছ—ওদিকে প্রেমনাথ বাবুর টাকাটা তো দিতে হবে ?

সদা ঃ হ্যাঁ ; তাতো হবেই—আচ্ছা এবার চলি।

(যাইতে উদ্যত হইলে)

বাসন্তী ঃ বিবেক বল্‌ছিল—না থাক।

সদা ঃ কি বল্‌ছিল—বিবেক।

বাসন্তী ঃ বল্‌ছিল ইলিশ মাছের কথা—যদি পারতো—।

সদা ঃ বেশতো, আনা যাবে। (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) আর শোন ! ওকে এখন পড়তে বসতে বল—অরুণকেও বোলো আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন বেরোয় না—একটা কাজ হবার কথা আছে।

বাসন্তী ঃ হ্যাঁ, ঠাকুরপো করবে কাজ—তোমার যেমন কথা। চাকরীতে তার ঘেন্না ধরে গেছে, তাই সিনেমা ; না-কি

থিয়েটার—তাতে পার্ট করবে। শুনেছি তাতে খুব নাম হবে—আর টাকাও নাকি—

সদা : (সঙ্গে সঙ্গে) হুঃ, কি আমার ভাইরে—চাক্‌রী না করে উনি হবেন নায়ক—নায়ক হবেন—ধ্যুৎ।

(প্রস্থান)

[বাসন্তী দেবী দড়ি হ'তে কাপড় ও গামছা লইয়া রওনা হইলে গয়লা রাম সুরৎ দুধের ভাড় লইয়া প্রবেশ করিল]

রাম : মাঈজী, মাঈজী।

বাসন্তী : কে (ফিরিয়া) ও রামশুরৎ (ঘরের দিকে চাহিয়া) বিবেক, ওঠ্ বাবা—বেলা হয়েছে, দুধটুকু রেখে পড়তে বোস্। (প্রস্থান)

[বিবেক একটা বাটী দিলে রাম সুরৎ দুধ দিল এবং পরে বলিল]

রাম : খোকাবাবু—মাঈজীকো একদফে বলিয়ে তো, হাম্‌কো রূপেয়া আজ দিব কি না দিব।

বিবেক : বোল্‌বো।

[স্নানের পর বাসন্তী দেবী বাহির হইতে আসিয়া (রামসুরৎকে) তুমি একটু বস, আমি আসছি। [প্রস্থান] (পুনঃ প্রবেশ)

বাসন্তী : এই নাও তোমার টাকা, আমি হিসেব করে রেখেছি। তবে সব টাকাতো আমি দিতে পারছি না এ মাসে।

রাম : মাঈজী! দশ রূপেয়া! গেল মাইনাকো ভি এক রূপেয়া বাকী থা।

বাসন্তী : তা আমি জানি। এটা নিয়েইতো তোমার বারো টাকা হয়েছে।

রাম ঃ হাঁ—হাঁ, আচ্ছা মাঈজী ঠিক হ্যায়। আর একঠো বাত, মাঈজী সামনের মাহিনামে হামার সব রূপেয়া কা জরুরৎ হ্যায়। হামি মুল্লুক যাবে। (প্রস্থান)

বাসন্তী ঃ আচ্ছা বেশ।

[ইতিমধ্যে বিবেক আসিয়া মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় পড়িতে বসিল]

বাসন্তী ঃ হ্যাঁরে—তোর দাদা উঠেছে রে ?

বিবেক ঃ না, সে নাকি উঠবে না।

বাসন্তী ঃ উঠবে না, কেন ?

বিবেক ঃ রাগ করেছে যে।

বাসন্তী ঃ রাগ করেছে ? (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ও ! আমি বুঝেছি। আচ্ছা আমি দেখছি (প্রস্থান)

[ভিতর হইতে বাসন্তী দেবীর গলা শুনিতে পাওয়া যায়]

ঠাকুরপো, ওঠো। এখনও উঠ্‌লে না, কত বেলা হয়েছে দেখতো ?

[অরুণের গলা অফ্‌ ভয়েসে শোনা যাবে]

এ্যাঁ—তাই নাকি, এইযে উঠি বৌদি।

বিবেক ঃ " শ্রীরাম বলেন সাতা নিজ কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥
তাহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥

অরুণ ঃ (এমন সময় দাঁতন করিতে করিতে প্রবেশ করিল) উহু—হোলো না (চিন্তা করিয়া) ওখানে হবে—

ওখানে হবে (পায়চারী করিয়া) হ্যাঁ—হয়েছে, শোন্।

"অরুণ বলেন দাদা বড়বাবুর রোষে।
ছাঁটাইয়ের জন্যে আমি থাকি ঘরে বসে॥
আত্মীয়কে চাক্‌রী দিতে বড়বাবুর আশ।
সে কারণে বেকার অরুণ থাকে কয়েক মাস॥

বিবেক : ধ্যেৎ—এটা বুঝি একটা কবিতা হল?

অরুণ : হল না—কেন হবে না? রোষে, বসে, আশ, মাস, কি সুন্দর ছন্দের মিল বল্‌তো? আরে আজকাল বাংলা কবিতা এমনিই হয়। নে পড়, তোকে আর মাষ্টারী করতে হবে না।

[দ্রুত দাঁতন করিতে করিতে প্রস্থান]

বিবেক : ওঃ এতক্ষণে বাংলা শেষ হল— (রুটিন্ দেখিয়া) ভূগোল।

বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা :—

"………বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ হইবে স্বল্প ব্যয়ে। শিক্ষার প্রসার, কৃষির উন্নতি—বেকার সমস্যার সমাধান………।"

[এমন সময় অরুণ গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে প্রবেশ করিল]

অরুণ : উঃ হু—হলোনা, বরং বেকার সমস্যা আরও বেড়ে যাবে।

বিবেক ঃ কেন কাকু ?

অরুণ ঃ কেন কাকু ! আরে বোকা ! তোর কাকা মানে—এই আমি, আমিও ঐরকম পরিকল্পনায় একদিন কাজ করছিলাম। কিন্তু এখন বেকার, কেন জানিস্ ?

বিবেক ঃ আরে কাজ শেষ হয়েছে তাই।

অরুণ ঃ কাজ শেষ হয়েছে তাই। আমার বুঝি খাওয়া পড়া ঘর সংসার নেই—না ?

বিবেক ঃ বারে ! তুমি বুঝি না খেয়ে আছ ?

অরুণ ঃ না, তা ঠিক নেই -দাদার উপর খাচ্ছি। কিন্তু এইযে আমরা, যারা এইসব পরিকল্পনায় কাজ কর্ছিলাম, গায়ের রক্ত জল করে, জাতীয় সৌধ নির্মান করলাম, জগতের কাছে দেশের মান উঁচু করে তুলে ধরতে সাহায্য করলাম—আমাদের কি কোনো দাবী নেই ?

বিবেক ঃ তাতো তোমাদের থাক্‌বেই।

অরুণ ঃ তবে ! কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে—কোন পরিকল্পনায় কত লোককে চাক্‌রী দেওয়া হ'ল তার হিসাব বড় বড় হরপে কাগজে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু কত লোক্‌কে বিনা কারণে ছাঁটাই করা হ'ল—তার হিসাব থাকে না, তুই পড়। (যাইতে উদ্যত হইলে)

[বাহির্‌ হইতে কয়লাওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়]

কমল ঃ মাঈজী, মাঈজী।

অরুণ ঃ (অভিনয়ের ভঙ্গীতে)
কে ! ও—বৌদি—" আজকের মাসের পয়লা
দুয়ারে দাঁড়িয়েছে গয়লা "—থুড়ি কয়লাওয়ালা।

বাসন্তী ঃ (ভিতর হইতে) যাই ঠাকুরপো ! (প্রবেশ করিয়া) কষ্ট নাও। (চায়ের কাপটি আগাইয়া দিল)

অরুণ ঃ —কি—চা ! (উৎসুক হইয়া) দেহ দেবী। —কিন্তু বৌদি, বিদায় করিতে হইবে কয়লাওয়ালাকে।

বাসন্তী ঃ আমি দেখ্ছি—তুমি চা খেয়ে নাও, আর শোনো—তোমার দাদা দেখা করে যেতে বলেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে বেরিও না, যেন। (কমলকে) তুমি একটু বোসো—আমি আস্ছি।

কমল ঃ (ঘাড় নাড়িয়া) আচ্ছা, মাঈজী।

অরুণ ঃ কিন্তু বৌদি ! তুমি যে বড় মুস্কিলে ফেল্লে। ডিরেক্টার মিঃ সেনের সঙ্গে ৮টার সময় এন্‌গেজমেন্ট আছে— মানে বুঝ্ছ না, আজ কন্‌ট্রাক্ট ফরম সই হবে। আর জান, বৌদি ফার্ষ্ট চান্সই একেবারে হিরো মানে—নায়ক ! তারপর যদি একবার নাম করতে পারি—তখন দেখো তোমাকে না—।

বাসন্তী ঃ (বাধা দিয়া) আমাকে আর তোমার কিছু—করতে হবে না ঠাকুরপো ! বরং দাদাকে (যাইতেছিল)

অরুণ ঃ আহা ! শোনই না। চল্লে কোথায়—খবর শুনে কোথায় তুমি খুসী হবে, তা—না ! তুমি যে একটা কি ?

বাসন্তী: (যাইতে যাইতে) দাঁড়াও, পরে শুনছি কমলাকে আগে টাকাটা এনে দেই—কাজের মানুষ কতক্ষণ বসে থাকবে বল। (প্রস্থান)

বিবেক: হ্যাঁ—কাকু, তুমি সিনেমায় নামবে বলে?

অরুণ: হ্যাঁরে হ্যাঁ—তখন তোর কাকু কি এমনি থাকবে রে! তোর কাকুর তখন কত নাম, গাড়ী, বাড়ী, টাকা পয়সা আরও কত কি—ইস্—আটটা বোধ হয় বাজে (ঘড়ের ভিতরে প্রস্থান)

(বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী: এই নাও কমল। গত মাসের বাকী নিয়ে মোট হ'ল দশ টাকা। আজকে দিচ্ছি আট, আর বাকী দুই টাকা—সেটা তুমি সামনের মাসেই পাবে'খন—কেমন? (টাকাটা লইতে লইতে কমল নিস্তব্ধে তাহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল)

বাসন্তী: আমি জানি তোমার হয়তো অসুবিধা হ'বে। এ সময়ে দিতে পারলে ভালই হ'তো—কিন্তু পারছি কই বল?

কমল: ও হামি জানে মা, আচ্ছা ঠিক হ্যায়। (যাইতেছিল)

বাসন্তী: আর শোনো—বিকেলে একমণ কয়লা পাঠিয়ে দিও।

(বাহির হইতেই কমল বলিল "আচ্ছা মাঈজী")

[গায়ে জামা দিতে দিতে অরুণের প্রবেশ। পকেট হইতে কি যেন মাটিতে পড়িয়া গেল]

অরুণ: জান বৌদি, আমাদের বইয়ের নাম হ'ল—"মরীচিকা"

বিবেক ঃ (তুলিয়া) ও কাকু, এটা কি ?

অরুণ ঃ দেখি (দেখিয়া) এটা—এটা—মানে—একটা লটারীর টিকিট, বুঝেছিস্। দেখ বৌদি, নন্ ডিপ্লোমা দিয়েছি তোমার নাম—দেখ, দেখ, ' বাসন্তী।'

বাসন্তী ঃ বেশ করেছ—ভালোই তো, নায়ক হচ্ছ, আবার লটারীর টিকিট পাচ্ছ। তোমায় এবার আর পায়কে, ঠাকুরপো। (ইষৎ হাসিয়া) কত টাকা, বাড়ী, গাড়ী, কিন্তু ঠাকুর পো ! গায়ের জামাটা যে ছেঁড়া, নায়ক-টায়ক আবার মানাবে তো ?

বিবেক ঃ আচ্ছা কাকু, আমাদের অনেক টাকা হলে আমরা খুব চিনেবাদাম খাব, তাই না ?

অরুণ ঃ দূর বোকা। চিনেবাদাম কিরে—বল্ রাজভোগ, মোহনভোগ, চপ্, কাটলেট, কোপ্তা, পোলাও—(একদমে বলিয়া যায়)

বাসন্তী ঃ থাক্, তোমাকে আর ফিরিস্তি দিতে হ'বে না—নাও—যাবেতো যাও—(প্রস্থান)

অরুণ ঃ হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি, দাদা বেরুবার আগেই ফিরব।

(প্রস্থান)

বাসন্তী ঃ (চীৎকার করিয়া) হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। (বাহির হইতে) কিরে তোর পড়া হল ?

বিবেক ঃ হ্যাঁ মা (ভিতরে বই রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল মুদি নীলমণির প্রবেশ)

নীলমণি : কইগো—মা লক্ষ্মী—(ঢুকিয়া)
একি ! কেউ নেই ? দরজা খোলা ? মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী, কইগো।

বাসন্তী : (প্রবেশ করিয়া) ও—নীলমণি কাকা—আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন ? আমিই বিকেলে পাঠিয়ে দিতুম।

নীল : আসতে হত না মা—তোমাদের টাকার জন্যে কি বাড়ী বয়ে কোনদিন আস্‌তে হোয়েছে ? নেহাৎ দায় ঠেকে—মানে—একটু পরেই মহাজনের টাকাটা দিতে হবে কি না—তাই।

বাসন্তী : (জল চৌকি দিয়া) বসুন কাকা, আচ্ছা এ মাসে মোট কত হ'ল—কাকা ?

নীল : এই গতমাসের আগের মাসে অর্থাৎ তোমার মেয়ের বিয়ের সময় বাকী ছিল সত্তর টাকা দশ আনা। তার পরের মাসে জিনিষ এলো ষাট্ টাকা পাঁচ আনা। তা হলে মোট হ'ল ১৩০৸৴০, তার মধ্যে গত মাসে পেয়েছি আশি টাকা। বাকী রইলো ৫০৸৴ আনা। আর ধর এ মাসের হ'ল গিয়ে ৭৫৷৶ আনা। মোট দাঁড়াল তা হলে ১২৬৷৴ আনা।

বাসন্তী : আচ্ছা কাকা এ মাসে কি ১৫৲ টাকার জিনিষ বেশী এলো ?

নীল : না, তা ঠিক নয়। সব জিনিষেরই দাম বাড়ছে তো ? এই ধর তখন চালের মণ ছিল ২৪৷২৫ টাকা, আর

এখন—৩১।৩২ টাকা, যে ডাল ছিল ৷৹/৷/৹ আনা, এখন তা হল ৸৹৷৸৶৹ আনা, তারপর ধর গিয়ে এই তেল—।

বাসন্তী ঃ বুঝেছি কাকা—আপনি বসুন আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

নীল ঃ শুধু কি মুদী-মশল্লা—বাজারের সমস্ত জিনিষেরই দাম বাড়ছে। তা ছাড়া দেশে অর্ডিন্যান্‌স জারী হল। বাজার হ'তে রাতারাতি জিনিষ-পত্তর উধাও হয়ে গেল—এইতো হচ্ছে অবস্থা।

বাসন্তী ঃ (টাকা লইয়া) এই নিন্‌ কাকা—বাকীটা পরের মাসে দিব।

নীল ঃ (গুনিয়া) ৭০৲ দিচ্ছ—কিন্তু মা, এভাবে আমিই বা তোমাদের চালাই কি করে বলতো? আমারও ঘর সংসার আছে তো?

বাসন্তী ঃ তাতো ঠিকই—কিন্তু বোঝেন তো সবই—পারছি না আর।

নীল ঃ তা ছাড়া এরকম চল্‌তে থাকলে দেনা বাড়বে বই কমবে না তো মা। যাক আমি চলি। ফর্দ দিয়ে পাঠিয়ো, এ মাসের জিনিষগুলো পাঠিয়ে দেব। (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) কি জান মা! তোমাকে নিজের মেয়ের মতই মনে করি, শুধু সেই জন্যেই তোমাকে ও কথাগুলো বল্‌লাম—তুমি যেন কিছু—।

বাসন্তী : না, না, মনে করার কি আছে কাকা। তা ছাড়া আপনিতো ঠিকই বলেছেন।

নীল : আচ্ছা চলি মা, ওদিকে মহাজন এসে হয়তো বসে আছে—হ্যাঁ, খোকাকে কিন্তু পাঠিয়ে দিও।

(প্রস্থান)

[বাসন্তী চিন্তাবিষ্ট হইয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দুই চোখ জল ভরিয়া আসিল। বাহির হইতে ডাক আসিল "সদানন্দ বাবু বাড়ীতে আছেন? ও মশাই সদানন্দ বাবু"—বলিয়া এক ভদ্রলোক ঢুকিয়া পড়িল। বাসন্তী ঘোম্‌টা টানিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

আগুনাথ : এই যে মা! সদানন্দ বাবু কোথায়?

বাসন্তী : বাজারে গেছেন, আপনি বসুন—এখুনি এসে পড়বেন।

আগু : আমার কি আর বসবার যো আছে। আজ হ'ল মাসের প্রথম—সব ব্যাটাকে গিয়েই ধরতে হবে। নইলে দু'দিন পরে গেলে বল্‌বে, সব খরচা হ'য়ে গেছে। নইলে বাড়ী নেই—নয়তো বা পরের মাসে নেবেন। বসার সময় আমার নেই। ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দাও আমি চলি।

বাসন্তী : ওকে আস্‌তে দিন—তারপর—

আগু : এ মাস নিয়ে তিন মাসের ভাড়া ৩০৲ টাকা হিসেবে হ'ল গিয়ে ১০৲ টাকা কম পাঁচ কুড়ি। তুমিই ফেলে দাও না কেন? (কিছুক্ষণ পরে) ও! তুমি ভাবছ

রসিদ দেবো না—অমন কাঁচা কাজ আন্তনাথ ঢেঁকী করে না—রসিদ নিয়ে তবে এসেছি।

(রসিদ বাহির করিল)

বাসন্তী : রসিদের জন্যে নয়, আপনি একটু বসুন না।

আন্ত : বসব না মানে? এই বসলাম, আমার বাড়ীতে বসব না। (স্বগতঃ) আজ টাকা নিয়ে তবে আমি উঠব।

[এমন সময় ইলিশ মাছ হাতে লইয়া বিবেক প্রবেশ করিল]

বিবেক : মা, মা,—বাবু একটা ইলিশ মাছ এনেছে কত বড়! দেখ্‌বে এসো। দাদা, দাদা—কাকু—। (প্রস্থান)

সদা : (বাজার হাতে) কইগো—কোথায় গেলে? এই নাও, ধর বড্ড বেলা হয়ে গেল। ও—আন্তনাথ বাবু অনেকক্ষণ বসে আছেন বোধ হয়?

আন্ত : তা একটু আছি বৈকি! বাজারটাতো বেশ রাজসিক্ করেছেন দেখ্‌ছি। ইলিশ তায় আবার গোটা, বেশ! বেশ! এবার ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দিন দেখি।

সদা : হ্যাঁ, মানে, ছোট ছেলেটা ইলিশের কথা অনেকদিন থেকেই বলছিল কিনা—তাই।

আন্ত : ছোট ছেলে পুলেদের আব্দার, ইচ্ছা মাঝে মাঝে পুরণ করতে হয় বৈ কি। সেই সঙ্গে আমাদেরটাও (হাসিয়া) বুঝলেন কিনা? তা এবার ভাড়াটা দিন দেখি। ১০ টাকা কম ৫ কুড়ি। তিন মাসের রসিদে রেভেনিউ ষ্টাম্প দিয়ে সই করে নিয়ে এসেছি।

সদা : ওগো শুনছ ; আচ্ছা আপনি একটু বসুন। আমি দেখছি। (ভিতরে গেল, আদ্যনাথ একটা বিড়ি ধরায়)

সদা : (পুনঃ প্রবেশ) এই নিন্। বাকীটা আস্ছে মাসের সঙ্গেই পাবেন।

আদ্য : সেকি মশাই—আমি সব টাকা একসঙ্গে পাব বলে রসিদে রেভেনিউ ষ্টেম্পের উপর সই দিয়ে রেডি করে নিয়ে এল্লাম্ -আর আপনি দিচ্ছেন কিনা ত্রিশ। মানে ১০ নয়া পয়সার রেভিনিউ ষ্টাম্পটা পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিলেন। আর এ দিকেতো রাজসিক বাজারের কামাই নেই মশাই, ইলিশ—তায় আবার গোটা গোটা, থলে ভর্ত্তি তরকারী।

সদা : মানে !

আদ্য : মানে আবার কি ? গত মাসের আগের মাসে বল্লেন মেয়ের বিয়ে—গতমাসে ছেলের কলেজে ভর্ত্তি করবার কথা—আর এ মাসে বল্ছেন কিনা দিতে পারলাম না—জোচ্চুরী পেয়েছেন মশাই ?

সদা : জোচ্চুরী ! না, না, টাকা আমি মারব না।

আদ্য : মারবেন না মানেটা কি ? একে কি বলে—ভাড়া দিতে পারছেন না, আবার বড় বড় কথা বল্ছেন, 'মারব না'। দেখুন সদানন্দবাবু ! এই আপনাকে শেষ কথা বলে যাচ্ছি আস্ছে মাসে যদি সব টাকা না দেন তবে এ বাড়ীতে আর জায়গা হবে না, মারব

না, হু! (ছোঃ মারিয়া টাকাটা লইয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) রসিদটাও ঐ মাসের সঙ্গে সামনের মাসেই দিব। মারব না, মারব না, যতো সব—।

(সদানন্দ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

[বাসন্তীর প্রবেশ]

বাসন্তী : ওগো শুনছ! চান করতে যাবে না। ওদিকে আবার গাড়ীর সময় হয়ে এল যে।

সদা : (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ—৯।১০ এর গাড়ী, গামছাটা দাও—তাড়াতাড়ি একটু জল ঢেলে আসি।

[সদানন্দ বাবুর প্রস্থান এবং একটু পরে পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরের বাহির হইলেন]

সদা : কই গো! ছাতাটা দাও, দেরী হোয়ে যাচ্ছে, এরপর গাড়ী ধরতে পারব না—অফিসে লেট্ হবো।

বাসন্তী : (ছাতায় সুতা বাধিতে বাধিতে) এই নাও—কোনটা ছিঁড়ে গিয়েছিল তাই বেঁধে দিলুম।

সদা : (ছাতাটা লইয়া) অরুণ কোথায়—ওকে বলেছিলে?

বাসন্তী : হ্যাঁ তুমি এখন রওনা হও, আমি ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেব।

সদা : (চলিতে চলিতে ফিরিয়া) ছাখ! আজকেই ওদের স্কুল কলেজের মাইনেটা দিয়ে দিও—কেমন?—চলি, "দুর্গা দুর্গা।"

(বাসন্তী তাহার গমন পথে তাকাইয়া থাকিল)

অরুণঃ বৌদি! বৌদি! এইযে বৌদি! দাদা বেড়িয়ে গেছেন ?

বাসন্তীঃ হ্যাঁ এইমাত্র গেলেন। কেন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি ?

অরুণঃ না, আমি সোজা রাস্তা ধরে চলে এলাম। দাদার সঙ্গে দেখা করব বলে। যাক্ বৌদি, সব, ঠিক হয়ে গেল। আগামী সপ্তাহের বুধবার হ'তেই সুটিং আরম্ভ হচ্ছে, কি আনন্দ যে হচ্ছে বৌদি।

বাসন্তীঃ তোমার আনন্দ নিয়ে তুমিই থাক ভাই। এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে তোমার দাদার অফিসে একবার যাওতো।

অরুণঃ কি যে বল বৌদি—চাক্‌রী করব আমি ? তাছাড়া চাক্‌রী মানেইতো ছাটাই—চারিদিকে শুধু ছাটাই ছাটাই। আর শুধু কি তাই—চাকরী করলে সুটিংএ যাব কখন বলোতো ?

বাসন্তীঃ সে দেখা যাবে—এখন ভেতরে চলতো।

(উভয়ের প্রস্থান)

[ইত্যবসরে বিবেক দেশলাইর বাক্স দিয়ে একটা ঘর তৈরী করিয়া "মা"—"দাদা" দেখ্‌বে এস, কি সুন্দর ঘর তৈরী করেছি দেখবে — এস—বলিয়া প্রস্থান করে। দুই তিন জন লোক সদানন্দ বাবুকে ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করে। সদানন্দ বাবুর কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে]

১ম ব্যক্তিঃ বাড়ীতে কে আছেন ? শিগ্‌গির করে বেরুণতো একবার।

[সদানন্দ বাবুকে দাওয়ায় বসাইল, সদানন্দ বাবুর হাতের ধাক্কায় দেশলাইয়ের তৈরী ঘরটি ভাঙ্গিয়া গেল]

বাসন্তী : কি করে এমন হ'ল, এমন হ'ল কি করে ?

[বাসন্তী সদানন্দ বাবুকে নিজের কোলে শোয়াইয়া]

ঠাকুরপো অলোক, বিবেক।

অরুণ : কি হ'ল বৌদি ? একি দাদা। কি করে এমন হল ?

অলোক :
বিবেক : } বাবা, বাবা।

সদা : না, না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

বাসন্তী : কি বলছ তুমি ব্যস্ত হবার নেই ? ঠাকুরপো ! শীঘ্র করে একবার ডাক্তার বাবুকে নিয়ে এস।

অরুণ : যাচ্ছি—বৌদি। (দ্রুত প্রস্থান)

সদানন্দ : না, না, ডাক্তার ডাক্‌বার কোন দরকার নেই। তেমন কিছু হয়নি, আমি এমনিই ভাল হ'য়ে যাব।

বাসন্তী : বিবেক একটু জল নিয়ে আয়তো।

২য় ব্যক্তি : গাড়ীতে উঠ্‌তে গিয়ে স্টেশনেই পা পিছলে পড়ে যান।

১ম ব্যক্তি : আমরা ওনাকে চল্‌তি গাড়ীতে উঠ্‌তে কত বারণ করলাম। লেট হবেন বলে ঐ চল্‌তি গাড়ীতেই উঠতে গেলেন। আমাদের কথা উনি কিছুতেই শুনলেন না।

সদা : জীবনে কখনও লেট্ হই নি। আজ বাইশ বছর চাক্‌রী করছি, লেট্ কাকে বলে জানিনে—তাই।

২য় : আমরা তা হলে এখন চলি।

বাসন্তী : আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা না থাকলে যে আজ কি হোতো।

২য় : না, না, এ আপনি কি বলছেন। একজনের বিপদে আরেকজনের এগিয়ে যাওয়া তো স্বাভাবিক।

১ম : আমরা সেই কর্ত্তব্যই শুধু করেছি।

বাসন্তী : সেই কর্ত্তব্যই বা কজনে করে বলুন?

২য় : আচ্ছা আমরা এবার চলি—নমস্কার।

(উভয়ের প্রস্থান)

বাসন্তী : (প্রতি নমস্কারের জন্য মাথাটা নত করিল) লেট্ হবে বলে চলতি গাড়ীতে উঠতে গেলে— অলোক ছাখতো বাবা, ঠাকুরপো ডাক্তার নিয়ে এলো কি—না?

অলোক : দেখ্ছি মা (প্রস্থান)।

সদা : আবার ডাক্তার কেন? ডাক্তার এলেই টাকা।—তা হ'লে অলোকের কলেজের মাইনে, বিবেকের স্কুলের মাইনে কিছুই দেওয়া হবে না। আর ছেলেদের মানুষ করার ঐটুকু অবলম্বন সেও যাবে ছিঁড়ে—। না—না—ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, আমি এমনিই ভাল হোয়ে যাব। প্রেমনাথ বাবুর দেনা, নীলমণি বাবুর টাকা, আত্মনাথ বাড়ীওয়ালার ভাড়া, এরপর ডাক্তারের পাওনা, না—না—ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না, আমি এমনিই ভাল হ'য়ে যাব—আমি এমনিই ভাল হ'য়ে যাব।

[ধীরে ধীরে পর্দা দুই ধার হইতে নামিয়া আসিয়া সদানন্দবাব.র লাই [illegible] সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইবে]

—: শেষ :—